ব্যাপক নতুন প্রজন্মের উপস্থিতিতে কানাডায় ৩৭ তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন।

মন্ট্রিয়ল: এনবিসিসি প্রতিবছররের মতো এবারেও স্বাধীনতা দিবস পারন করেছে। গত ২৯ শে মার্চ বাংলাদেশের ৩৭ তম স্বাধীনতা দিবস 'বাংলাদেশ ডে' পালন করা হয়। । ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পদচারণায় মুখর হয়ে উঠেছিল সেদিন ইমিগ্রেশন ভবন। পিঠাসহ সমারোহে সেদিনটি সত্যিই উৎসবের আমেজে সেজে উঠেছিল।

মন্ট্রিয়লের বাঙালী অধ্যুষিত পার্ক এক্সটেনশনের ৪১৯ সেন্ট রক অডিটোরিয়ামে উদযাপিত হয় বাংলাদেশের ৩৭ তম স্বাধীনতা দিবসে 'বাংলাদেশ ডে-২০০৮'। আয়োজনে ছিল ন্যাশনাল বাংলাদেশী কানাডিয়ান কাউন্সিল (এনবিসিসি)। বাংলাদেশের স্বাধীনতার গৌরবময় ইতিহাসের সাথে মন্ট্রিয়লে বেড়ে উঠা নতুন প্রজন্মকে পরিচয় করানোর উদ্দেশ্য নিয়েই মুলত এই সংগঠনটি কাজ করে যাচ্ছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, কিশোর এবং নতুন প্রজন্মের যুবকদের সমাগম হয় উক্ত অনুষ্ঠানে। জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে বিকেল ৭ টায় অনুষ্ঠান

শুরু হয়। এরপর প্রদর্শন করা হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের শুরু এবং শেষ হওয়ার উপর একটি মাল্টিমিডিয়া ডকুমেন্টারি এবং সেই সাথে সন্মান জানানো হয় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে। কোন প্রকার বক্তব্য ছাড়া এই অনুষ্ঠানে মন্ট্রিয়লের নতুন প্রজন্মের কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে সাজানো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছিল মলত দেশের গান। নৃত্য দিয়ে পর্ব শুরু হয়। কলামন্দির নৃত্যালয়র ছাত্র ছাত্রী দিয়ে এতে অংশগ্রহন করে প্রিংয়ঙ্কা, চারণ, চিত্রণ, এবং লোপা মুদ্রা বসু। নৃত্য আরো অংশ নেন ছোটমনি মাহজাবিন খান মিঠি। গানের পর্বে অংশগ্রহণ করে ন্যান্সি, ইলমা খন্দকার, জাসিয়া। বড়দের গানের পর্বে রূপম, ক্যান্ডি, এবং শফিউল ইসলাম। যন্ত্র সংগীত স্যাক্সোফোন বাজিয়ে শোনায় মুমু। গিটারে দুই কিশোর সনদ এবং অন্তর সাথে বাংলাদের প্রখ্যাত গিটার বাদক রকেট তার নিজের লেখা একটি গান পরিবেশন করেন। 'তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা ' কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনান আবৃত্তিকার এবং অনুষ্ঠান পরিচালক শমসাদ আরা রানা। এনবিসিসির পক্ষে প্রেসিডেন্ট মনির হোসেন বাবলু অনুষ্ঠানে আগত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এই সংগঠনটি সর্বদা বাংলাদেশী-ক্যানেডিয়্যান প্রজন্ম এবং তাদের জন্য কাজ করে যাবে এবং এ ব্যাপারে তারা সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। যে কোন অনুষ্ঠান সফল করে তুলতে উপস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক্ষেত্রে সফলতার পরিচয় দিয়েছেন মন্ট্রিয়লের জনপ্রিয় উপস্থাপিকা শমসাদ আরা রানা ও উপস্থাপক দেওয়ান মনিরুজ্জামান মনির। নাজমুল হাসান সেন্টু, জামাল নাসের, আফজালুর রহমান টিটু, এবং নাজিয়া ইসলাম। বিশেষ সহযোগিতায় ছিলেন খন্দকার মোতালিব, জিয়াউল হাসান, শফিউল ইসলাম, কাফি খান, সোহাগ। কৃতজ্ঞতায় লোয়াজির দ্যো পার্ক, সাউথ এশিয়ান ফ্যামিলি সাপোর্ট শফিউল ইসলাম, খন্দকার মোতালিব, আব্দুর রশিদ।

মন্ট্রিয়লের জনপ্রিয় উপস্থাপিকা শমসাদ আরা রানা ও উপস্থাপক দেওয়ান মনিরুজ্জামান মনির

স্বাধীনতা দিবস - "বাংলাদেশ ডে-২০০৮" পুরস্কার

কানাডায় বসবাসরত গুনী বাংলাদেশী ক্যানেডিয়্যানদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য এবছর তরুন প্রজন্মের বাংলাদেশী-ক্যানেডিয়্যান কর্তৃক পরিচালিত বাংলাদেশ ম্যাপল লীফ ক্রিকেট ক্লাবকে। গত দুই বছর এই ক্রিকেট দলটি কুইবেক ক্রিকেট ফেডারেশনে সি এবং বি ডিভিশনে চ্যাম্পিয়ন হয়ে শিরোপা অর্জন করে কুইবেক খেলাধুলার অঙ্গনে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। সেই সাথে তারা বাংলাদেশের নাম, মর্যাদা সর্ব্বপরি আমাদের পতাকা উর্দ্ধে তুলে রেখেছেন। তাদের এই বিশাল অর্জন আমাদের জন্য বয়ে এনেছে অনেক গৌরব। খেলাধুলার ক্ষেত্রে এই অবদানের জন্য এই দলটিকে এবারের বাংলাদেশ স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার প্রধান করা হয়।
খেলাধুলা বিষয়ক সাংবাদিকতায় বিশেষ অবদানের জন্য মন্ট্রিয়ল বাংলা রিপোর্টার প্রধান দেওয়ান মনিরুজ্জামানকে ম্যাপল লীফ ক্রীকেট ক্লাব বিশেষ পুরস্কারে ভুষিত করে।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার জন্য একদা বাংলাদেশের সঙ্গীত জগৎ অতঃপর মন্ট্রিয়লের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে দীর্ঘদিন যার পদচারণে বলিষ্ঠ ভুমিকা রেখে আসছে গুনী সঙ্গীত শিল্পী এবং শিক্ষক শফিউল ইসলামকে স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কার প্রদান করছেন সমাজ সেবক খন্দকার মোতালিব ও জিয়াউল হাসান

বাংলাদেশ সহ কানাডায় দীর্ঘ ৩০ বছর সঙ্গীত দুনিয়ায় বিশেষ অবদান রাখার জন্য একদা বাংলাদেশের প্রখ্যাত গিটার বাদক বর্তমানে মন্ট্রিয়লে বসবাসরত রকেট রহমানকে স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার প্রদান করা হয়।